তারিখঃ ১৬.৪.২১ ইং

**শায়েখঃ** আসসালামু আলাইকুম।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

**মশিউল আলম সুজনঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

**মাহদি হাসানঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

**শায়েখঃ** তো আলোচনা শুরু করা যাক।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** ইনশাআল্লাহ।

**শায়েখঃ** আদি অস্তিত্বের একটি স্বরুপ অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্ব। বাক্য, বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া তার অন্তুর্ভুক্ত।

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি আদি পিতা বহুরুপি, তাকে একরুপে, এক বাক্যে, এক অর্থে চেনা বা বুঝে ফেলা অসম্ভব।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** আদি পিতা কি অবয়বের অস্তিত্বে আসতে পারে?

**শায়েখঃ** জগতে যা আছে এবং যা নেই সকল রুপই তার।

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ আদি পিতা কি অবয়বের অস্তিত্বে আসতে পারে?

সকল রুপেই আসতে পারে।

**শায়েখঃ** তাকে দেখা সম্ভব। তাকে অনুভব করা খুবই সহজ। তাকে অনুভব কত বার করেছেন হয়ত হিসেবও নেই।

তার স্বরুপ বলছি একটু করে। তিনিই তৃয়মন্ডলের সম্পূর্ণ টা। স্বয়ং তার মধ্যেই তৃ সুত্র বিদ্যমান, মানে তাঁর নিজস্ব অস্তিত্বেও তৃমন্ডল বিদ্যমান। তবে সেখানে মাতা নেই।

পিতা ১ম মন্ডল বা পিতৃ মন্ডল, নিজেই নিজের মধ্যে দ্বিত্ব। পুত্র ২য় মন্ডল, যাকে মাতৃমন্ডল বলা হয়। তার পরের টা ৩য় মন্ডল যাকে পুত্র মন্ডল বলা হয়। আমার পুর্বের আলোচনাতে তৃমন্ডলের এই বিষয়টা আলোর পরিবার হিসেবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলাম।

যেখানে মাতা থাকে না সেখানে পুত্রই মাতৃ মন্ডল হয়। পুত্র যদি পিতার সমকক্ষ হিসেবে দ্বারায় তখন।

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

শায়েখঃ পুত্র যদি পিতার সমকক্ষ হিসেবে দ্বারায় তখন

উস্তাদ একটা প্রশ্ন করতে মনে ছিল না এ নিয়ে।

**শায়েখঃ** আর তখন যদি তাদের পরে আরো একটি ৩য় মন্ডল পাওয়া যায় তখন সেটাও পুত্র মন্ডলই তবে ৩য় মন্ডল হিসেবে পুত্র মন্ডলই হবে। এটাকে সহজ ভাবে পিতা=> পুত্র => প্রজন্ম (প্রপৌত্র) এরকম ধরা হয়।

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ উস্তাদ একটা প্রশ্ন করতে মনে ছিল না এ নিয়ে

জ্বি। করুন। তবে আলোচনার পরে যত প্রশ্ন থাকে করা যাবে।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** পুত্র তো সকল সাজারাহতে একসময় পিতার সমকক্ষ হয়। তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে মাতৃ মণ্ডল দেখা যায় আর এক্ষেত্রে কেন নয়?

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ পুত্র তো সকল সাজারাহতে একসময় পিতার সমকক্ষ হয়। তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে…

আলোর পরিবার হিসেবে ব্যাখ্যাটি তখন করেছিলাম। তবে এটা মুলত অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্ব ও অশরীরী দৃশ্যমান অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

অন্য সময়েও প্রযোজ্য হতে পারে যখন মাতার ভুমিকা বাদ থাকে। মাতা তখন পিতার মধ্যেই বিদ্যমান। তখনই পুত্র পিতার সমকক্ষ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে মুলত প্রজন্মের ধারাবাহিকতার মত বুঝায়। পিতা ১ম মন্ডল, পুত্র ২য় মন্ডল বা মাতৃমন্ডল, প্রপৌত্র তৃতীয় মন্ডল।

**শায়েখঃ** তো বাক্য দিয়েই পরম পিতার তৃ মন্ডল দেখাচ্ছি। আরেকটি বিষয় বলে নেই, পরম পিতা নিজে তার সম্পূর্ণ তৃ মন্ডল এর সমষ্টি। মানে একটি বাদ দিয়ে অন্যটি নয়।

বাক্য হতে আগে শব্দের প্রয়োজন শব্দ হতে আগে বর্ণের প্রয়োজন তাহলে বর্ণ একক ভাবে দ্বিত্ব তথা পিতৃ মন্ডল। শব্দ পুত্র মন্ডল ও বাক্য ৩য় মন্ডল সব মিলিয়েই বাক্য। সম্পূর্ণটা পিতার স্বরুপ।

বর্ণ হতে ধ্বনি তথা স্বর তথা শব্দের প্রয়োজন বর্ণ দিয়ে অনেক কিছুই বুঝায়। যেমন চিহ্ন, রং, ধরণ ইত্যাদি।

বর্ণ বৈশিষ্ট্যেরই অপর নাম। বৈশিষ্ট্য মানে কি বুঝায় তা তো বলেছি আগেই। তারপরেও আপনারা কেউ নিজের মত করে বলতে পারবেন? একজন একজন করে বলুন। যে যেমন পারেন।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** দোষ-গুণ

**ফাহিম আলমঃ** যা কোন স্বত্বা বা বস্তু তার গুণের প্ৰকাশ ঘটায় সেটাই বৈশিষ্ট্য।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** অবস্থান যা এক অস্তিত্ব থেকে অপর আরেক অস্তিত্বকে আলাদা করে।

**শায়েখঃ** উদাহরণ দিয়ে বলি যেমন,

* **আকার:** বড়, মাঝারি, ছোট।
* **স্বর বা ধ্বনি:** উচ্চস্বর, নিম্নস্বর।
* **রং বা বর্ণ:** লাল, সাদা, কালো।
* **সংখ্যা:** একটি, দুইটি, অনেক গুলো।
* **পরিমান:** দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত ইত্যাদি।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** অস্তিত্বকে যখন তার ধরণ, গুণাবলী, রূপ, গঠন, ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা অন্য কোনো অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় তখন যার কারণে আলাদা করা যায় সেটাকে উক্ত অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বলে।

**শায়েখঃ** বৈশিষ্ট্যেরও তৃ মন্ডল আছে। মৌলিক তিনটি স্বরপ।

**শায়েখঃ**

শায়েখঃ উদাহরণ দিয়ে বলি যেমন আকার: বড়, মাঝারি, ছোট…

এখানে তিনটি মন্ডল স্তর ভেদে দেখিয়েছি।

**শায়েখঃ** যদি আকারের দিক থেকে বলি তখন আকার তিনটি স্বরুপে প্রকাশ পেতে পারে বড় আকার, মাঝারী আকার ও ছোট বা ক্ষুদ্র আকার।

আপনারা এই স্তরের দিকটি দিয়ে যে কোন সময় পরম পিতাকে অনুভব করতে পারেন। যদিও সেটা ইচ্ছাকৃত চর্চা করা ঠিক নয়। কারণ খারাপ দিক থেকেও বৈশিষ্ট্য হতে পারে। দেখবেন অতি আবেগ বা অতি ক্রোধে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান থেকে স্বরে যায়।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ দেখবেন অতি আবেগ বা অতি ক্রোধে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান থেকে স্বরে যায়

হ্যা, এমন হয় মাঝে মাঝে।

**শায়েখঃ** এই রকম যে কোন বৈশিষ্ট্যের দিকেই যখন কেউ বেশি ঝুকে যায় সে পর্যায়ক্রমে তিনটি স্তরের দিকে যেতে থাকে।

* **১ম স্তরে** ব্যক্তির নিজের জ্ঞান থাকে এবং সেটা সীমা অতিক্রমের স্তরে পৌছে যায়। তখন পিতাকেও অনুভব করতে পারে।
* **২য় স্তরে** জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝামাঝি থাকে।
* **৩য় স্তরে** ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে অজ্ঞানের মতো হয়ে যায়।

**শায়েখঃ** কত রহস্যের বিষয় এক নিমিষে বলে দিয়েছি কল্পনা করতে পারেন?

**ফাহিম আলমঃ** এটা কল্পনাতীত।

**শায়েখঃ** বিজয়ী ব্যক্তি একটু অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে সে পিতাকেই অনুভব করে। সে মুলত সীমা অতিক্রমের নিচের (৩য়) স্তরে চলে আসে।

**ফাহিম আলমঃ** তাহলে ফানার মধ্যেও তৃমণ্ডল পেলাম আমরা।

**শায়েখঃ** রাগ, প্রেম, আবেগ, দুঃখ, সুখ একটু গভীরভাবে নিজের মধ্যে প্রশ্রয় দিলেই দেখবেন পিতাকে অনুভব করতে পারছেন। ঐটাই পিতার ৩য় মন্ডল। তখন এ জ্ঞান আছে আপনার। এটা সীমানা অতিক্রমের প্রথম ধাপ।

**ফাহিম আলমঃ** سبحان الله. কি গভীর রহস্যের জট আজকে খুলে গেল।

**শায়েখঃ** ভালোর দিক থেকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে একটু দেখবেন এখন থেকে তাকে কেমন লাগে। তার অস্তিত্বের বিষয়টি সুনিশ্চিত ভাবে অনুভব করতে পারেন কিনা।

এখন আসি ক্রিয়া নিয়ে। বৈশিষ্ট্য তার আপন স্বরূপ প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হয়। ক্রিয়ারও তৃমন্ডল রুপ আছে। আশা করি সেটা আপনারা বুঝে নিতে পারবেন।

এখন আলোচনার বিষয় হলো ক্রিয়া কাল বা সময়ের সাথে সংযুক্ত। ক্রিয়া কাল থেকে আলাদা হতে পারে না। আর কালেরও তৃমন্ডল আছে। অতীতকাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

তার মানে পরম পিতাই সময় বা কাল। আমি বলেছিলাম ধর্মের নিয়ম-নীতির ঠিক রাখার পরেও অনেক সময় ব্যক্তি ফানা হয়ে যেতে পারে।

সেটা যে কেউ হতে পারে। নবি, অলি, বুজুর্গ এমনকি বেদ্বিনও। ইসা নবির বিষয়ে এরকম ঘটনার বহু দলিল আছে।

আমি কেবল নবি মুহাম্মাদের বিষয়ে একটি দলিল দিচ্ছি।

**শায়েখঃ** আশা করি এই বিদ্যা দিয়ে হাদিসের এমনকি অন্যান্য ধর্মের বিকৃতি গুলো নিজেরা সংশোধন করে বুঝে নিতে পারবেন।

**ফাহিম আলমঃ** إن شاء الله

**নওশাদ ভুইয়াঃ** ইনশাআল্লাহ

**শায়েখঃ** হাদিসটা দিচ্ছি অনুবাদে ক্রুটি আছে আপনারা বুঝে নিয়েন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ‏"‏ ‏. ৫৭৫৫-(১/২২৪৬)

আবূ তাহির আহমাদ ইবনু আমর ইবনু সারহ ও হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান সময় ও কালকে গালি-গালাজ করে, অথচ আমিই সময়, আমার হাতেই রাত্রি ও দিবস।

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৬৬৭, ইসলামিক সেন্টার ৫৬৯৭) ইমাম বুখারী কিতাবুল আদাবে ছ্বহীহ সূত্রে باب لا تسبوا الدهر নামক পরিচ্ছেদ বর্ণনা করেছেন। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৪৬। . ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৪৮২৬, ৬১৮১,৭৪৯১ ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ২২৪৬।

**শায়েখঃ** এই হাদিসে কুদসিতে ‘মহান আল্লাহ’ বলেন কথাটি পরম পিতার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। এ বিষয়ে আমি আরও একটা হাদিস দিয়ে প্রমাণ করে দিব।

**শায়েখঃ** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বনী আদম ‘দাহর’ তথা মহাকালকে গালি দেয়, অথচ, আল্লাহ বলেন, আমিই প্রকৃতপক্ষে মহাকাল, আমিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাই৷

[বুখারী: ৫৭১৩]

এখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ কাল বা সময়। দেখুন সহিহ সনদে কতটা বিকৃতি তথ্য। যা সম্পূর্ন শিরক। বরং আল্লাহ কালের স্রষ্টা। যখন কাল ছিলো না, দিন রাত ছিলো না, তখনও আল্লাহ ছিলেন। এ হাদীসটির প্রকৃত অর্থ যদি ঠিকভাবে বুঝে নিতে পারেন, দেখা যায় যে, পিতা রাসূলের মধ্যে জাগ্রত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই বলছেন আমিই কাল।

**ফাহিম আলমঃ** রাসূল নিজেই ফানা হয়ে গিয়েছিলেন।

**শায়েখঃ** ফানা অবস্থায় নির্দোষ ব্যক্তির মধ্যেও অস্বাভাবিক বাক্য প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং অস্বাভাবিক অনেক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়ে থাকে। নির্দোষ ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কোন দোষী নয়। এখন এই হাদিসটিতে "আল্লাহ বলেছেন" এই কথাটিতে পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে তা অন্য একটি হাদিস দিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

শায়েখঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বনী আদম ‘দাহর’ তথা…

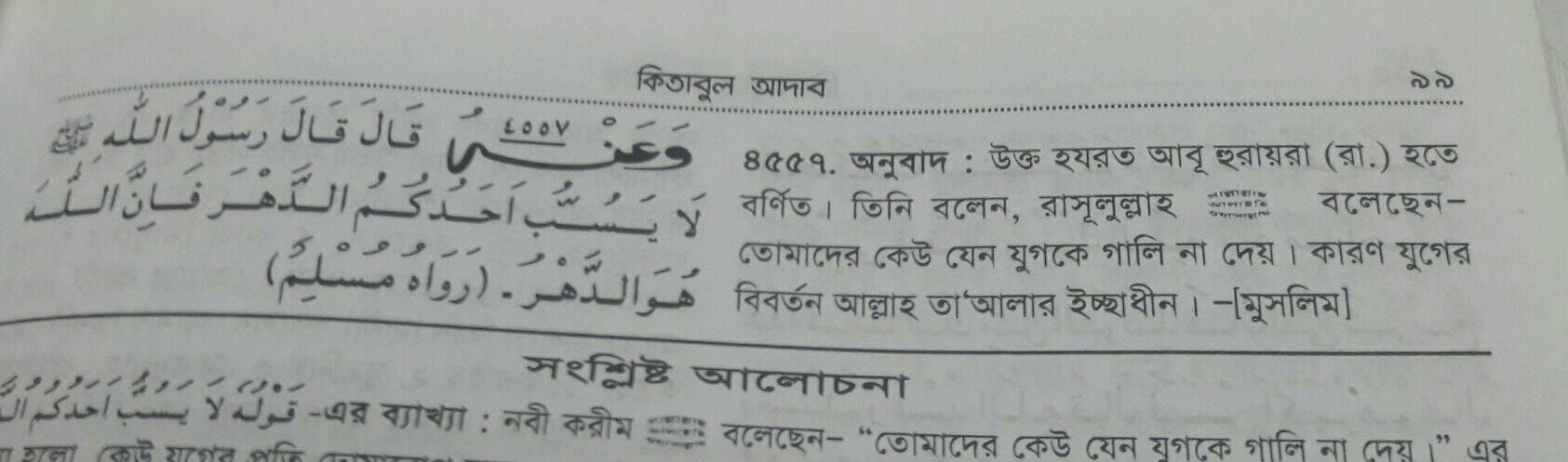
এটা কি অনুবাদেই বিকৃতি নাকি মূল হাদিসেও?

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ এটা কি অনুবাদেই বিকৃতি নাকি মূল হাদিসেও?

মুল হাদিসে রাবিদের বিকৃতি। প্রকৃত হাদিসটি দিচ্ছি।

**শায়েখঃ**



★ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسُبَّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هوَ الدَّهْر» . رَوَاهُ مُسلم"- ৪৭৬৪-[১৫]

উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রা (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন যুগকে গালি না দেয় (দোষারোপ না করে)। কারণ যুগের ব্বির্তন আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাধীন।

সহীহ : মুসলিম ৬-(২২৪৭), আহমাদ ৭৪৮২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮০৩, সহীহুল জামি‘ ৭৭১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭২৫, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৬৩৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/২৫৮, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৪৮৭, মুসনাদে আহমাদ ৭৬৮২, মুসনাদে আবী ইবনু হুমায়দ ১৯৭, মুসান্নাফ ‘আবদুর রাযযাক ২০৯৩৬, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২১২০।মিলকাত কিতাবুল আদব পরিচ্ছেদঃ ৮. প্রথম অনুচ্ছেদ - নাম রাখা

**শায়েখঃ** এটাও সহিহ হাদিস। অনেকগুলো গ্রন্থে এই হাদীসটি সহি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কাল বা সময় আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কালের বিবর্তন পরিবর্তন এগুলো আল্লাহর নিয়ন্ত্রাধীন আল্লাহর ইচ্ছাধীন এগুলো।

তৃ মন্ডল আল্লাহ নন। পরমপিতা আল্লাহ নন। পরমপিতা আল্লাহর ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।

**ফাহিম আলমঃ** এটা ওই হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। এখন হাদিস সম্পর্কে যার তেমন ধারণা নেই, সে সূত্র প্রয়োগ করে ঠিক বেঠিক নির্ণয় করতে পারবে।

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

**শায়েখঃ** সৃষ্টি কাজে পরম পিতাই পরবর্তী সৃষ্টিগুলো আল্লাহর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের সাজারাহতে স্বাভাবিক ভাবে পিতা যেমন পুত্রকে জন্ম দেয়, এই বিষয়টি ঠিক এরকমই।

**ফাহিম আলমঃ** الله اكبر

আরেকটা জট খুলে গেল। এটাই মাথায় ঘুরতেছিল কয়েকদিন যাবৎ।

**শায়েখঃ** সমগ্র সৃষ্টির আদি অন্তের সবটাই পরম পিতা আল্লাহর দাসত্বের জন্য এবং তাঁর নাম পরিচয় ও গুনগান করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। সকলেই আল্লাহর অধীন, আল্লাহ সকলের ঊর্ধ্বে।

এখন থেকে আল্লাহকে ঐ ভাবে জেনে ইবাদত করে দেখুন, কত বড় এবং মহান প্রতিপালক। তাঁকে আজকে থেকে কিভাবে অনুভব হয়।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** আল্লাহ প্রথম পরম পিতাকে সৃষ্টি করলেন, এরপর তাকে সৃজনের দায়িত্বে অর্পণ করলেন।

**শায়েখঃ** পিতার কাছে পুত্র সাহায্য চাওয়া দোষের কিছু নয়। তবে মনে রাখতে হবে সেই চাওয়াতে যেন শিরক না থাকে।

**ফাহিম আলমঃ** পিতা তাহলে সকল সৃষ্টির উপর স্বাক্ষী, তিনি কি তাহলে আমাদের সবই দেখছেন শুনছেন এবং জানেন।

**শায়েখঃ** যখন পরিবারে একে অপরের কাছে কিছু চাওয়া, নেয়া-দেয়ার বিষয় হয়, তখন সেটাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই যে, আপনি আল্লাহর কাছে চাচ্ছেন না, আল্লাহর কাছে দিচ্ছেন নিচ্ছেন না। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যেন শরিক না হয়। পরিবারের কারো কাছে চাওয়ার মধ্যে যেন আল্লাহ কে শরিক না করা হয়।

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ আল্লাহ প্রথম পরম পিতাকে সৃষ্টি করলেন, এরপর তাকে সৃজনের দায়িত্বে অর্পণ করলেন।

অর্পন করেন বিষয়ে কেমন জানি বরং আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন তাই পরম পিতা সেই ইচ্ছা পালন করেছেন।

**শায়েখঃ** মনে রাখতে হবে আল্লাহ করেন, তবে কিভাবে করেন, তাঁর ধরণ কল্পনা করতে যাবেন না। কারণ ধর্মে এ জাতীয় কোন ধ্যান ধারনা দেয়া হয়নি। কেবল শুনলাম আর বিশ্বাস করলাম এতটুকুতেই থাকতে হবে।

তিনি কুন বা হও বলা মাত্রই হয়ে যায়। তিনি আমাদের মত করে আলা জিহ্বা ব্যবহার করে ভাষা ব্যবহার করেন না। তবে তিনি "বলেন" করেন এটাই জানি। কিভাবে করেন, কিভাবে বলেন তা কল্পনা করা যাবে না। কেবল বিশ্বাস করতে হবে।

সূরা মুজাম্মিল এর ঋণ দেয়া টাও এই পিতা পুত্রের মধ্যকার বিষয়। এই জগতের সকল কিছুই তো আল্লাহর। আপনিও আল্লাহর, আমিও আল্লাহর, আমাদের সম্পদ আল্লাহর, আমরা কি দিচ্ছি? তিনি কি আমাদের কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী? অবশ্যই নন।

পুত্র পিতা থেকে ঋণ নেয়। এই জগতে এসে ধর্মের জন্য পুত্র পুনরায় পিতার জন্য এই ঋণ দেয়। পিতা-পুত্র সকলের উদ্দেশ্যে কেবল আল্লাহর দাসত্ব করা।

সকলের মধ্যকার এ লেনদেন, বিষয়বস্তু সকল কিছুর মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহর। প্রকৃত মালিক তিনিই। তাঁর কোন অভাব-অনটন নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন ঋণের প্রয়োজন নেই। তিনি ঋণ থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মুক্ত।

এখন খিজিরের ঘটনার ব্যাখ্যা দিলে বুঝতে পারবেন। তাই এতদিন দেই নি। ব্যাখ্যাটি আজকে আর দিবো না। আজকে রাখতে হবে। তবে এই কয়দিনের আলোচনার মধ্যকার কোনো প্রশ্ন আপনাদের থাকলে করতে পারেন।

**ফাহিম আলমঃ**

ফাহিম আলমঃ পিতা তাহলে সকল সৃষ্টির উপর সাক্ষী, তিনি কি তাহলে আমাদের সবই দেখছেন…

???

ফাহিম আলমঃ তাহলে ঐ ব্যাক্তিও কি ফানা হয়েছিল বেশি খুশিতে বলেছিল, আমি তোমার রব…

???

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ???

তিনি প্রাণ হয়ে আমাদের নিকটে অবস্থান করেন। এই বিষয়ে আরো পরে বলবো ইনশাআল্লাহ। এখনও অনেক কিছুই বাকি আছে।

**ফাহিম আলমঃ** আরেকটা প্রশ্ন, পিতা থেকে আমরা কিভাবে সাহায্য চাইলে শিরক হবেনা এটা বুঝতে হলে আগে আল্লাহ পিতাকে কতটুক ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা জানতে হবে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আরেকটা প্রশ্ন, পিতা থেকে আমরা কিভাবে সাহায্য চাইলে শিরক হবেনা এটা…

এর সাথে ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই। পুত্ররা বিবাদ করলে পিতার কাছে বিচার চায়। পিতা উভয়ের বিচার করেন। বিপদে পড়লে পুত্র সাহায্য চায়। পিতা যা করার করেন। এই বিষয়ে এখন বলে দিলে খিজিরের ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া লাগবে না।

**ফাহিম আলমঃ** ওহ, আচ্ছা।

**শায়েখঃ** পিতাকে পিতা হিসেবে জেনেই চাওয়া এর মধ্যে আল্লাহর সাথে পিতাকে অংশী মনে না করা শর্ত।

আজকের জন্য রাখি।

কারো কোন বিশেষ প্রশ্ন থাকলে এখানে করে রাখলে আমি পরে এসে উত্তর

**ফাহিম আলমঃ** এই বলে কি তাহলে সাহায্য চাওয়া যাবে যে, হে পিতা আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ এই বলে কি তাহলে সাহায্য চাওয়া যাবে যে, হে পিতা আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য…

প্রশ্ন সহজ করার জন্য করো। কঠিন করার জন্য করবেনা। তুমি কি পৃথিবীতে তোমার পিতা অথবা ভাই ও পরিবারের নিকট সাহায্য চাও না? তাদের কাছে কিভাবে চাও? তখন তাদের বিষয়ে তোমার ধারণা ও খেয়াল কি রুপ থাকে?

তুমি সামনাসামনি, চিঠি দিয়ে, মোবাইলে অথবা লোক মারফত পিতার নিকট সাহায্য চেয়ে অথবা পরিবার ভাইদের নিকট সাহায্য চেয়ে খবর পাঠাও। তখন তাদের নিকট তোমার মাধ্যম ও ধরণ যেমন ঠিক তেমনই।

যদি তুমি পরম পিতার নিকট এমন কিছু চেয়ে বসো অথচ তুমি জানলে না তুমি কার নিকট চাচ্ছ, তোমার কাছে কোন বাক্যালাপও হচ্ছে না, তখন তোমাকে শয়তান বিভ্রান্ত করে দেওয়ার সুযোগ থাকে। তাই যতটুকু তোমার জ্ঞানের সীমার মধ্যে না অতটুকুতে তুমি যেতে পারবেনা। এই বিষয়টা একবার সহজ।

**শায়েখঃ** আল্লাহর ক্ষমতা সকল কিছুর উর্ধে তাই নিয়ম হলো যেকোনো বিষয় আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া। যদিও তার সাথে বাক্যালাপ না হয়ে থাকে, যদিও তার পক্ষ থেকে কেউ তোমার নিকট না এসে থাকে। তারপরেও তিনি তোমার ডাক শুনেন, তোমার কে সাহায্য করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শয়তান মধ্যস্থতায় যেন না আসে, সে জন্যই তো এই বিদ্যা।

ধর্মে যা শিখায় নি সেটাতে যেওনা। এই বিদ্যা দিয়ে ভুল থেকে সংশোধন হওয়ার জন্যই কাজে লাগাবে। ভুল করার জন্য না।

**ফাহিম আলমঃ** نعم يا أستاذ العلوم.

جزاك الله خيرا يا أستاذ الكريم

**শায়েখঃ** এই বিষয়ে একটি হাদিস দিচ্ছি। হাদিসটির অনেক গুলো সনদ আছে। মুল বক্তব্যে কিছুটা শব্দ ও বাক্য ভিন্নতা আছে।

**শায়েখঃ**

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوينافح. وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . رَوَاهُ البُخَارِيّ

মিশকাত কিতাবুল আদব পরিচ্ছেদঃ ৯. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি ৪৮০৫-[২৩] ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসসান ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর জন্য মসজিদে মিম্বার স্থাপন করতেন। হাসসান(রাঃ) তার উপর দণ্ডায়মান হতেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে গর্বের কবিতা আবৃত্তি করতেন অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে বিদ্রূপাত্মক কবিতা পাঠ করতেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : আল্লাহ তা‘আলা ‘‘রূহুল কুদস’’ দ্বারা হাসসানকে সাহায্য করছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ভৎর্সনার প্রতিউত্তর দিতে থাকে বা সত্য গৌরব প্রকাশ করতে থাকে।

(বুখারী)[1] [1] হাসান সহীহ : হাদীসটি বুখারীতে মুসনাদ ও তা‘লীকরূপে বর্ণিত হয়নি। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৫৭, তিরমিযী ২৮৪৬, আবূ দাঊদ ৫০১৫, আবূ ইয়া‘লা ৪৭৪৬, মুসতাদরাকে হাকিম ৬০৫৮।

রুহ দিয়ে সাহায্য করা হবে বা হয়। আল্লাহ বিনা মাধ্যমেও সহযোগিতা করতে পারেন। তবে তিনি তৃমন্ডল এর মধ্যকার বিষয়গুলো একে অপরের মাধ্যম দিয়ে করে থাকেন। কোরআন এরকম অনেক দলিল আছে। যেহেতু এই বিষয়ে সাক্ষী দিচ্ছে স্বয়ং নবি মুহাম্মাদ। তাই এইখানে শয়তানের অবস্থান করার সুযোগ নেই। এবং অনাচারের সম্ভাবনা নেই।

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

শায়েখঃ ★ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ …

শেষ কথাটা বুঝি নি পরিষ্কার। " যতক্ষণ পর্যন্ত সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ভৎর্সনার প্রতিউত্তর দিতে থাকে বা সত্য গৌরব প্রকাশ করতে থাকে।"

**শায়েখঃ** এখানে সত্য গৌরব প্রকাশ করা মানে ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ মনোনীত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নামে মিথ্যা কবিতা রচনা করতো কুৎসা রটনা করে গর্ব করতো, তাদের প্রতি উত্তর দিতে হাসসান যেন তার কবিতা দ্বারা সত্যকে গৌরবান্বিত করে প্রকাশ করে। এমনটা করলে অবশ্যই তাকে রুহ দ্বারা সাহায্য করা হবে, এটি বুঝানো হয়েছে।

এখানে গৌরব ব্যক্তিগত না। বরং দ্বীনের জন্য। যেহেতু রাসূলগণ দ্বীনের বার্তাবাহক। তাদের অপমান করলেও তো দ্বীনেরই অপমান হয়ে থাকে।